রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পের শ্রমিকদের সাথে সংগতিপূর্ণ
১৮ হাজার টাকা মজুরি ঘোষণা কর

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ১৮ হাজার টাকা নিম্নতম মজুরির দাবিতে শ্রমিক ফ্রন্টের সমাবেশ

শ্রম আইনের অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিল কর, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন কর

মন্ত্রিপরিষদ অনুমোদিত শ্রম আইনের অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাতিল এবং সরকার ঘোষিত গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ৮ হাজার টাকা মজুরি নির্ধারণকে প্রত্যাখ্যান করে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে ১৫ সেপ্টেম্বর '১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, সাংগঠনিক সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, কোষাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবু নাইম খান বিপ্লব, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন টিইউসি'র সহসভাপতি মাহবুব আলম, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী আশিকুল আলম, শ্রমিক জোটের আব্দুল ওয়াহেদ সমাবেশ পরিচালনা করেন শ্রমিক ফ্রন্টের দপ্তর সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি ৮ হাজার টাকা নির্ধারণ শ্রমিকদের সাথে প্রহসনের শামিল। পরাধীন আমলেও রাষ্ট্রায়াত্ত কারখানার সাথে বেসরকারি কারখানার শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরির পার্থক্য ছিল না। রাষ্ট্রায়াত্ত কারখানার শ্রমিকদের মজুরি ১৭ হাজার ৮১২ টাকা আর গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি ৮ হাজার টাকা এই বৈষম্য কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। মজুরি বৃদ্ধির কথা বলে সরকার শ্রমিকদের সাথে প্রতারণা করছে। ২০১৩ সালে ৩ হাজার টাকা বেসিক মজুরি বাৎসরিক ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্টে স্বাভাবিক নিয়মেই পাঁচ বছরে ৩ হাজার ৮২৮ টাকা দাঁড়ায়। ফলে ৪ হাজার ১০০ টাকা বেসিক ঘোষণার ফলে মাত্র ২৭২ টাকা মজুরি বৃদ্ধি করা হলো। প্রকৃত হিসেবে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি তো হলোই না বরং কমে গেল। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা, মজুরি নির্ধারণের মাপকাঠি বিবেচনা করলে ১৮ হাজার টাকার নিচে মজুরি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গণতান্ত্রিক শ্রম আইনের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের শ্রমিকরা আন্দোলন করে আসছে। প্রতিবার সংশোধনের নামে শ্রমিকের অধিকার ক্রমাগত সংকুচিত করা হচ্ছে। আইএলও কনভেনশন, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার শ্রম আইনে রক্ষিত হয় নাই। এবারে মন্ত্রীপরিষদে গৃহীত শ্রম আইনে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, নারীদের মাতৃত্বকালীন অধিকারের সমতা, কর্মক্ষেত্রে নিহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, কিশোর শ্রম বন্ধ, শ্রমিক ছাঁটাই এর শ্রম আইনের কালো ধারা বাতিল, অসদাচরণের নামে শ্রমিক হয়রানি বন্ধসহ দীর্ঘদিনের দাবি উপেক্ষিত হয়েছে ।

সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক শ্রম আইন ও ন্যায্য মজুরি ১৮ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখার অঙ্গিকার ঘোষণা করেন। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল পল্টন এলাকা প্রদক্ষিণ করে ।